দামুড়হুদা নতুন হাউলী ফুরকানিয়া বহুমুখী মাদ্রাসার উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল

দামুড়হুদা নতুন হাউলী ফুরকানিয়া বহুমুখী মাদ্রাসার উদ্যোগে বুধবার বাদ আছর মাদ্রাসা চত্তরে ইদ্রিস আলী মাষ্টারের সভাপতিত্বে ২য় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়াজ মাহফিলে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন হযরত মাওঃ শামসুল আরিফিন ও দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন হযরত মাওঃ মেহেদী হাসান, কুরআন ও হাদীস থেকে তাফসির পেশ করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সভাপতি শরিফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী জাহিদুল ইসলাম, জমিদাতা ইব্রাহিম হোসেন মানো, মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওঃ রকিবুল ইসলাম শাহরিয়ার এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মুরছুল্লি, গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ ও দূর দুরান্ত থেকে আগত মুরছুল্লিবৃন্দ।

মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস এর উদ্বোধন

মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কলেজে হল রুমে অনুষ্ঠিত হয় ওরিয়েন্টেশন ক্লাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি লিউজা উল জান্নাহ।

বিশেষ অতিথি কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম বিশ্বাস ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এম ফজলুল করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জাহিদুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ শাহী-উদ্দীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও জেলা রোভার স্কাউটস এর কোষাধ্যাক্ষ এস এম রফিকুল আলম-বকুল।

অনুষ্ঠানে নুতন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরন করে নেওয়া হয় কলেজের পক্ষ থেকে। প্রথম দিনেই ছাত্র ছাত্রীদের হাতে ক্লাস রুটিন ও কলম উপহার দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিউজা উল -জান্নাহ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামুলক ও মানবিক এবং বিনয়ী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস,লেখাপড়া ও শিক্ষক ও গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ

প্রঙ্গন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে মোট ১৬টি বিভাগ রয়েছে। সকাল হতে নতুন রুপে সাজতে শুরু চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রতিটি বিভাগ।

নবীনরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রথম ক্লাসের উদ্দেশ্যে আসে। সবার মাঝে নব ক্যাম্পাসের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে আসতেই বিশাল সুদর্শন গেইট দেখে কয়েকবার চোখ না বুলিয়ে ও ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপাটিরূপে ও কলেজে নির্ধারণ ইউনিফর্ম তো ছিল।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থী মোছাঃ সাদিয়া খাতুন বলেন, একাদশ শ্রেণির ওয়ারেন্টেশন ক্লাসে এসে আমার খুবই ভাল লাগছে। যা সারাজীবন মনে থাকার মতো। তাছাড়া শিক্ষকদের আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সুনাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমি আশা করি তোমরাও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এ সুনাম ধরে রাখবে।

তাছাড়া ওরিয়েন্টেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মতিয়ার রহমান, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান আবুল কালাম, সহযোগী অধ্যাপক আবু বক্কর, দেলোয়ার রহমান,মারুফা ইয়াছমিন, আজিম হোসেন সহ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক বৃন্দ।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে পিঠা

উৎসব

শুধু খাবার হিসেবেই নয় বরং লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীসমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্মারক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে পিঠা। প্রতি শীতেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

আজ বুধবার দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ২৩টি স্টল সাজিয়েছিলেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী শত রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠা। ভোজন রসিকরাও এসে পিঠা খেয়ে নানা প্রশংসা করছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতির জন্য।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। গ্রামীণ লোকজ ঐতিহ্য নাম ছিল স্টল গুলোর। শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। শোভা পাচ্ছে- পিয়াসা, পাটি সাপটা, আন্দসা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ ১১১ ধরণের পিঠা সাজানো রয়েছে ২৩টি স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রোকাইয়া খাতুন ও সুমাইয়া খাতুন জানান, পিঠা উৎসব পিঠা পুলির সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। এ আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মরা যেমন হরেক রকম পিঠার সাথে পরিচিত হতে পারছে তেমনি স্বাদ নিতেও ভুলছেন না। এমনি আয়োজন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করা উচিৎ। একই কথা জানিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিনথীয়া ও শাহানাজ ইসলাম।

পিঠা উৎসব উপভোগ করতে আসা স্কুল শিক্ষিকা জাকিয়া সুলতানা জানান, বিদেশী অনেক খাবার আমাদের দেশে জায়গা করে নিয়েছে। যার ফলে মায়েদের হাতের অনেক পিঠা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর পিঠা উসবের আয়োজন করা হলে নতুন প্রজন্ম দেশি পিঠায় পরিচিত হতে পারবে।

কলেজ শিক্ষিকা নিলুফার চৌধুরী জানান, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শীতকালে নানা ধরণের পিঠাপুলি তৈরী হয় প্রতিটি বাড়িতে। বাঙালির

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। পিঠা উৎসবের আয়োজন এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পিঠা উৎসবে আসা অতিথি গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ অব্দুর রাজ্জাক জানান, অনেক পিঠার সাথেই আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পিঠার নাম জানা থাকলেও স্বাদ মনে নেই। আজকের এই পিঠা উৎসবে অনেক পিঠা খেয়ে ছোট বেলার অনেক স্মৃতিই মন করিয়ে দেয়। এভাবে শীতভর পিঠা উৎসব হোক গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক বাংলা বিভাগ রমজান আলী জানান, ছোট বেলায় মায়েরদের হাতের পিঠা পুলির স্বাদে সময় কাটতো। শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিঠাপুলি তৈরী করা হতো। জামাই আদর ও আত্নীয়তাও করা হতো মুখরোচক ও বাহারী পিঠা দিয়ে। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছরই করা হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ খোরশেদ আলম জানান, শীতের শেষের দিকে হলেও আমরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ উৎসবে বিলুপ্তি হওয়া সহ নতুন নতুন পিঠা নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পিঠা খেতে এসেছেন। আমাদের এই উৎসবে যারা এসেছেন তাদের দাবীর পেক্ষিতে প্রতিবছরই এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন হবে। এছাড়াও উৎসবে পিঠা নিয়ে অংশ গ্রহনকারিদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের

মাঠে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্জ্বলন এবং পরে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিঙ্কন বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুজ্জামান। অন্যদের মধ্যে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম, সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, বজলুর রহমান,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সুশীল চক্রবর্তী, সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান,নাসির উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক আব্দুস সালাম,ইমরান হোসেন, সাদ্দাম হুসাইন প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় লানিং এন্ড আনিং প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কতৃক বাস্তবায়নাধীন লানিং এন্ড আনিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় জব ফোরাম ও প্রশিক্ষনার্থী মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড এন্ড ইজি টেকনোলজি এর আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমানের সভাপতিত্বে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্যাবিলন রিসোর্সস লিমেটেড এর সিনিয়র ম্যানেজার কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা

প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় অনেক শিক্ষিত তরূণ এখন ঘরে বসে বিভিন্ন দেশের কাজ সহজে করছে। আইসিটি বা ফ্রিলান্সিং এর মাধ্যমে সহজে বাইরের দেশের টাকা দেশে আনা সম্ভব। সেই সাথে ফ্রিলান্সিং এর মাধ্যমে দেশের যে অধিক বেকার যুব সমাজ সহজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরে সবাই কে আইসিটি শিক্ষার উপর ও হাতে কলমে আইসিটি শিক্ষা নিতে হবে। এ সময় তিনি সকল ফ্রিলান্সারদের বৈধতার সাথে আয় করার জন্য আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের মোট ৪৮০ জনের হাতে লানিং এন্ড আনিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতার প্রশিক্ষনার্থীদের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান সাটিফিকেট প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সাদাত হোসেন সহ ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড এন্ড ইজি টেকনোলজির কর্মকর্তা বৃন্দ।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন তুহিন হোসেন,জেসমিন আক্তার।অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনার দায়িত্ব ছিলেন ইশতিয়াক আহমেদ ও আনিতা আক্তার রুম্পা।

গাংনীর বিটিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়োগ বাণিজ্য

মেহেরপুরের গাংনীর বি.টি.ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত নিয়োগ বাণিজ্যের ঘটনায় পরিচালনা পর্যদের বর্তমান সভাপতি রেকাত আলীর ভুমিকা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। নিয়োগ বাণিজ্যের বিষয়ে প্রথমে তিনি বিপক্ষে অবস্থান নিলেও এখন সেই নিয়োগ বৈধ করার জন্য তিনি প্রধান শিক্ষকের পক্ষ নিয়েছেন।

জানা গেছে, বিটিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক ‘গ’ শাখাতে তিন জন শিক্ষকে ব্যাকডেটে নিয়োগ দেয়। সেসময় বিদ্যালয় পরিচালনা পর্যদের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল ইসলাম। অবশ্য সিরাজুল ইসলাম বলেছেন তার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্বে আসেন আওয়ামী লীগ নেতা রেকাত আলী।

জানা গেছে, ২০২২ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত বিদ্যালয়ে স্ব-শশীরে কিংবা হাজিরা খাতায় এই তিনজন সহকারি শিক্ষকের অস্তিত্ব ছিল না। তিন শিক্ষক শেফালি খাতুন, আল মামুন ও শাহনাজ পারভীন সেপ্টেম্বর/২২ মাসে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে যায়। তখন বাধা হয়ে দাঁড়ান পরিচালনা পর্যদের বর্তমান সভাপতি রেকাত আলী।

প্রধান শিক্ষক অর্থ বাণিজ্যের মাধ্যমে তিন শিক্ষককে অনুমোদনবিহীন শাখায় নিয়োগ দিয়েছে এবং নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন মর্মে প্রচার করেন সভাপতি রেকাত আলী। তখন এলাকার মানুষ রেকাত আলীর সাথে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বোচ্ছার হন। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রধান শিক্ষক ওই তিন শিক্ষককে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে এমপিও শিট দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকায় তিনি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। তিনি এমপিও শিটে সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে দাখিল করেন। বিষয়টি জানতে পেরে সভাপতি রেকাত আলী গত বছরের ১১ অক্টোবর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর জালিয়াতি প্রসঙ্গে আবেদন করেন।

সভাপতি রেকাত আলীর আবেদন বলা হয়, প্রধান শিক্ষক এনামুল হক সভাপতির স্বাক্ষর জালিয়াতি করে শিক্ষক ফরোয়াডিং ও বেতন উত্তোলনসহ নানা কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন। তাছাড়া ২০২২ সালের ১০ অক্টোবর রুপালী ব্যাংক শাখায় যে বেতন উত্তোলন করেন সে স্বাক্ষরটিও সভাপতির নয় বলে দাবি করেন সভাপতি রেকাত আলী।

এদিকে অনুমোদনবিহীন শাখায় নিয়োগ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ রাস্তায় নামেন। তারা বিভিন্নভাবে আন্দোলন শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক এনামুলের শাস্তি দাবিতে বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করতে থাকেন অভিযোগ। এরই মাঝে গত ১৫ নভেম্বর প্রধান শিক্ষক ওই তিন জনের ইনডেং সাময়িক কর্তনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর একটি আবেদন করেন।

অপরদিকে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্যদের সভাপতি রেকাত আলী প্রধান

শিক্ষকের বিরুদ্ধ অবস্থান থেকে গোপনে গোপনে সরে আসেন। প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতি নিয়ে তিনি বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন সেই তিনি গোপন আতাতের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের পক্ষ নেন। এ নিয়ে এলাকার মানুষের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে প্রধান শিক্ষক সভাপতিকে ম্যানেজ করেছে বলে এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

জানা গেছে, ওই তিন সহাকারী শিক্ষককে বিদ্যালয়ে প্রবেশে প্রধান বাধা দিয়েছিলেন সভাপতি রেকাত আলী। অথচ গোপন আতাতের মাধ্যমে সেই রেকাত আলী আবার তাদেরকে বৈধ করার জন্য মহাপরিচালক বরাবর প্রেরিত পত্রে স্বাক্ষর করেন। গত ৬ আগস্ট/২২ বিদ্যালয়ের প্যাডে প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক এবং সভাপতি রেকাত আলীর যৌথ স্বাক্ষরে তিন শিক্ষক যথাক্রমে শেফালি খাতুন, আল মামুন ও শাহনাজ পারভীনকে এমপিও ভুক্তির জন্য ডিজি বরাবর সুপারিশ করেন। এ নিয়ে এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি জানতে চাইলে অভিযুক্ত সভাপতি রেকাত আলী বলেন, বিষয়টি তদন্ত চলছে তাই এ বিষয়ে তিনি কোন কথা বলবেন না।

তবে তদন্ত কমিটির প্রধান কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিসার রমজান আলী বলেন, তদন্তে অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে দেশ সেরার পুরস্কার গ্রহন করলো হরিণাকুন্ডুর আইভি

জাতীয় শিশু পুরষ্কার ২০২০ ও ২০২১ সালের প্রতিযোগিতায় উচ্চাঙ্গসংগীত নজরুল গীতিতে ‘খ’ বিভাগে দেশ সেরা হওয়ায় হরিণাকুণ্ডুর শামীমা আক্তার আইভি কে স্বর্ণপদক (পুরস্কার) প্রদান করেণ রাষ্ট্রপতি অ্যাড.মো. আব্দুল হামিদ।

রবিবার (২৯জানুয়ারি) বিকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পৃথিবীকে শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল শিশুর ভেতর লুকায়িত পূর্ণ সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। শামীমা আক্তার আইভি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পারফলসী গ্রামের সহকারী অধ্যাপক বাবুল আক্তার ও মেরিনা মেরি দম্পত্তির কন্যা এবং হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

উল্লেখ, গত ২০ডিসেম্বর ও ২২ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সে এই সাফলতা অর্জণ করে। এছাড়া এই খুদে শিল্পি ২০১৮ এবং ২০১৯ সালেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের ‘ক’ বিভাগে জাতীয় পুরষ্কার (স্বর্ণপদক) অর্জণ করেছিল। এই সফলতা অর্জণে তার সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদহের ভোর হলো সাংস্কৃতিক বিদ্যালয় ও ওস্তাদ অজয় কুমার দাস এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

পরানপুর সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

দর্শনা পৌর বিএনপি সিনিয়ার সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেটের পরিবারের পক্ষ থেকে দর্শনা পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এসব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন হাবিবুর রহমান বুলেট,তার স্ত্রী আশরাফি খাতুন ও

ছেলে মাহির আজমল। এছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে পারণপুর গ্রামের বেশকিছু দরিদ্র পরিবারের মাঝেও কম্বল বিতরণ করেন।

পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলী, আয়শা সিদ্দিকা, মাহাফুজা খাতুন, শিল্পী খাতুন। এছাড়া গ্রামের পাপ্পু, রিফাত রহমান, রাতুল ও আকাশ। হাবিবুর রহমান বুলেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রচন্ড শীতের এ আবহাওয়ার সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে আমার মত সমাজের বৃত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে মাটি রাখায় বিপাকে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক

বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সহ বাউন্ডারি ঘেষে মাটি রেখেছেন একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই বিদ্যালয়ের কমলমতি ছাত্র/ছাত্রী,অভিভাবক ও পথচারীরা। এ দৃশ্য কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বাজেবামনদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। যা দেখার কেউ নাই। বলা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি,বললেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নাজনিন সুলতানা।

কোটচাঁদপুর বাজেবামনদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর পিতা উজ্জ্বল হোসেন বলেন,এমনিতেই সড়কটি সরু। এরপর বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেষে মাটি রাখায় চরম ভোগান্তিতে আমরা। ওই মাটি দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সুরাইয়া জামানের পিতা সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার বলেন,বিদ্যুৎ অফিসের নতুন ভবনের কাজ শুরুর পর থেকে মাটি গুলো পড়ে আছে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেষে ও প্রধান ফটকের সামনে। এতে স্কুল পড়ুয়া কমলমতি ছাত্র /ছাত্রীরা নিয়মিত পড়ছেন ভোগান্তিতে।

অন্যদিকে আঞ্চলিক সড়ক হওয়ায় সেটা অনেকটা সরু। এতে করে যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা। এ ছাড়া ওই মাটির স্তুপ থেকে ধুলা বালি উড়ায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ্য হতে পারেন ছাত্র/ছাত্রী। এটার দ্রুত সমাধান হাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি।

পথচারী আসাদুল ইসলাম বলেন, দুই মাস যাবত খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, মাটির কারণে । এমনিতে চিকন রাস্তা একটা ভ্যান ও বাইসাইকেল পাশাপাশি গেলে হেঁটে যাওয়ার জায়গা থেকে না।

এ ছাড়া ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসা ও যাওয়ার ওই সড়কে যানজট হয়। এতে করে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে লাইন ধরে বাড়িতে ফিরতে হয় তাদের।

বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী ইমরান হোসেন বলেন, বিরাট বিপদে আছি সামনে ফেলে রাখা মাটিতে। দিনে তিন/চার বার পানি দিয়ে ভিজাতে হচ্ছে স্কুলের ভিতর। পানি একটু বেশি দিলেই কাঁদা হয়ে যাচ্ছে।

ঠিকানার কাজী মর্তুজা হিরো বলেন,নতুন ভবন করার জন্য মাটি খোড়া হয়েছিল। জায়গা না থাকায় ওখানে রাখা হয়েছে। ভবনের গ্রেড বিম হওয়ার পর মাটি গুলো আবার নিয়ে এসে তা ভরাট করা হবে। যা ৮/১০ দিনের মধ্যে সম্ভব বলে তিনি জানান।

মিস্ত্রিরা বলছে ৩/৪ মাস সময় লাগবে মাটি সরাতে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ওরা বোঝেনা ভাই। আমি যেটা বলছি সেটা শোনেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নাজনিন সুলতানা বলেন, গেল ১৫ দিন হল, আমি এ বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছি। তবে আমার মনে হয়, এর আগের ম্যাডামের অনুমতি ছাড়াই হয়তো,তারা এ মাটি রেখেছেন। এর আগে মাটি অপসারণ করতে বলেছি। কিন্তু তারা সরাননি। আজ আবারও বলবো দেখি কি করেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অসিত বরণ পাল বলেন, এর আগে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখে ছিলাম মাটি পড়ে আছে। ওই সময় তাদেরকে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। তা ওনারা করেননি। আমি আবারও তাদেরকে বলবো।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন,এটা আমার জানা ছিল না। আমি খোজ নিয়ে তাদেরকে অফিসে ডাকিয়ে মাটি অপসারণের ব্যবস্থা করছি।